রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন
মুক্তিস্নান

রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন—

—মুক্তিস্নান—

প্রযোজনা—**কার্তিক বর্মন** কাহিনী : **শক্তিপদ রাজগুরু**

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা—**অজিত গাঙ্গুলী**

সঙ্গীত পরিচালনা—**রাজেন সরকার** গীত—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রশিল্পী : বিজয় দে। শব্দযন্ত্রী : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জি। সম্পাদক : অমিয় মুখার্জী। শিল্প : সুনীল সরকার। প্রচার : ধীরেন মল্লিক। ব্যবস্থাপনা : প্রেমনাথ ব্যানার্জী। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। রূপসজ্জায়—অনাথ মুখার্জী, নিতাই সরকার ও গৌর দাস। কেশ বিন্যাসে—চণ্ডী সাহা। পটশিল্পে—কবি দাশগুপ্ত। পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও। স্থির চিত্র—ষ্টুডিও বলাকা। কণ্ঠসঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।**

সহকারীগণ—পরিচালনা—সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, বরেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত—শৈলেশ রায়, রীতেন সরকার। চিত্র শিল্পী—শান্তি দত্ত, শান্তি গুহ, বিশ্বজিৎ ও বাউরী বন্ধু। শব্দযন্ত্রী—বাবাজী শামল। শিল্প—গোপী সেন। ব্যবস্থাপনা—হরি ভট্টাচার্য্য। পটশিল্পী—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। সাজসজ্জায়—কানাই দাস। সম্পাদনায়—শক্তি রায়। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা—বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন। আলোক—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল, রামবিলাস, কাশী ও রামদাস। দৃশ্যপট—ছেদীলাল শর্মা, বর্জু মহান্তি, চিরঞ্জীব শর্মা, দ্বিজ, বেণু, রাজারাম, সম্পৎ, তামেশ্বর, হরিপদ, চেমা ও দিবাকর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—মুখরোচক (টালীগঞ্জ) বর্মন ফার্মাসী, নরেশ বিশ্বাস, প্রভাস অপেরা, মিঃ এস সি দত্ত (নিউ আলীপুর)

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ফিল্ম-সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

—রূপায়ণে—

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ললিতা চ্যাটার্জি, ছায়া দেবী, গীতা দে, জহর রায়, হরিধন মুখার্জি, অজয় গাঙ্গুলী, শ্যামল ঘোষাল (অতিথি), গঙ্গাপদ বসু, অজিত চ্যাটার্জি, সমরকুমার, মৃণাল মুখার্জি, কামু মুখার্জি, মাষ্টার মলয়, শৈলেন গাঙ্গুলী, অমর বিশ্বাস, মিণ্টু চক্রবর্তী, গোপেন, ডাবু, লক্ষ্মী জং, কেষ্ট, বঙ্কিম, সুধাময়, অনাদি, অভিজিৎ, হাসি, বিমল, আশু, মিহির, মিহির পাল, সত্য, নিমাই দত্ত, অহিন, বাবু, সমরজীৎ, ধীমান, সুবোধ গোপাল, কানাই, মাঃ পম্পম্, শোভা সেন, গীতা প্রধান, মন্দিরা রায়, সঙ্গীতা কর, সুলেখা, দীপু, সুজিতা, অলোকা, "বনফুল" ও আরও অনেকে।

— পরিবেশনা : **নর্মদা চিত্র** —

কাহিনী—

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। জমিদার বসন্তনারায়ণ চৌধুরী প্রজাদের কাছ থেকে শেষ খাজনা আদায় করতে এসেছেন। পিতৃহীনা দরিদ্র সুমিতা সরাসরি জমিদারকে তাদের খাজনা মকুবের আবেদন করে। জমিদার বসন্তনারায়ণ মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন, বন্ধু হরেন্দ্রকে জানালেন—এই মেয়েটিকে পুত্রবধূ করলে সংসারে শ্রী ফিরে আসবে। শুভদিনে পুত্র উদয়ের সঙ্গে সুমিতার বিয়ে হয়ে গেল।

ফুলশয্যা রাতে উদয় যথারীতি বাঈজী হীরাবাঈ-এর কাছে চলে গেছে। উদয়ের পিসিমা সুমিতাকে জানায় এটা এদের বংশের ধারা। হীরাবাঈ উদয়কে

বলে আজ বৌরাণীকে ছেড়ে থাকতে নেই। উদয় ফিরে আসে। বসন্তনারায়ণ ও পিসি আশ্চর্য্য হয়ে যান। কিন্তু উদয় এর পর যথারীতি হীরাবাঈ এর কাছে যায় বেহালায় সুর তুলতে। একদিন হীরাবাঈ জানায় তার টাকার প্রয়োজন। উদয় সিন্দুক থেকে স্ত্রীর গহনা নিয়ে হীরাবাঈ-এর কাছে। আর সুমিতাকে নিষেধ করে একথা যেন কেউ না জানতে পারে। এদিকে টাকা না দিলে নিলামে বসন্ত নারায়ণের বসতবাড়ীও যাবে। বাধ্য হয়ে বসন্তনারায়ণ সুমিতার কাছে গহনা চান। সুমিতা সেই রাতেই হীরাবাঈ-এর কাছ থেকে সমস্ত গহনা ভিক্ষা করে ফিরিয়ে আনে। বসন্তনারায়ণ ভুল বোঝেন সুমিতাকে বাড়ী থেকে বার করে দেন।

উদয় ফিরে এসে পিসিমাকে জানায় সুমিতার প্রতি অন্যায় করেছে তারা। সুমিতা মার কাছে আসে। মা মারা যান। সুমিতা উদয়ের পিসিমাকে জানায়—তার গর্ভে তাঁদের বংশধর আছে। তাকে মানুষের মত মানুষ করে সে তাঁদের ফিরিয়ে দেবে।

ছোটভাই প্রফুল্লকে নিয়ে কলকাতায় আসে। সেখানে এক কুচক্রীর সংস্পর্শে আসে সুমিতা। আত্মরক্ষার্থে পালাতে গিয়ে ডাঃ বোসের মোটরের সামনে পড়ে। সুমিতাকে কন্যার মর্যাদায় ডাঃ বোস নিজের বাড়ী নিয়ে আসেন। সুমিতা সেখানে একটি পুত্র সন্তানের জননী হয়। ডাঃ বোসের নার্সিং হোমে সুমিতা নার্সের কাজ করে—আর ছেলে শান্তনুকে মানুষ করে। ডাঃ চ্যাটার্জী ডাঃ বোসের সহকারী—সুমিতাকে কুনজরে দেখে। ডাঃ বোস বাধ্য হয়ে চ্যাটার্জীকে নার্সিং হোম থেকে ছাড়িয়ে দেন।

এদিকে উদয়ের বেহালা শুনে একটি যাত্রা দলের লোক তাকে নিয়ে যায়। সেখানে প্রফুল্লর দেখা পায় উদয়। উদয় আর প্রফুল্ল খোঁজে সুমিতাকে। উদয় একদিন দেখে স্কুল থেকে সুমিতা একটি ছেলেকে নিয়ে ফিরছে। উদয়ের বুঝতে দেরী হয় না ঐ তার ছেলে। ওদিকে ডাঃ চ্যাটার্জী শান্তনুকে চুরি করে—উদ্দেশ্য সুমিতাকে পাওয়া।......

সুমিতা কি তার ছেলেকে পাবে? উদয় আর শান্তনুর কি মিলন হ'বে? ডাঃ চ্যাটার্জীর দুরভিসন্ধি কি সফল হ'বে? সামনের পর্দা এর জবাব দেবে—

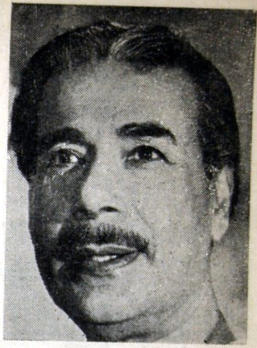

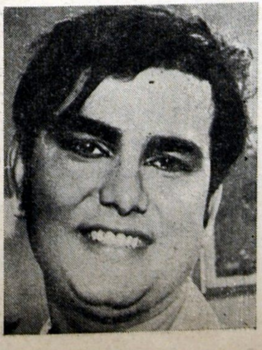

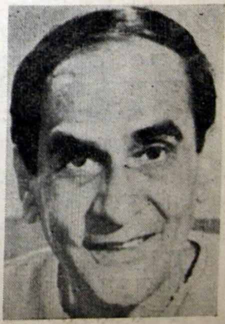

গান

(১)

শিল্পী :—হেমন্ত মুখোঃ

আমি এসেছি—
সুরের আসর থেকে মন নিয়ে এসেছি গো,
ফুলের বাসর ঘরে বন্ধু।
পারতো ধরনা মোরে বাঁধনা মালার ডোরে
বন্ধু আমি ওগো এসেছি—
গানের আগুন জালা নয়ন তারা
দেখে দেখে চোখ আপন হারা
তার কাছে এলে অবাক নয়ন মেলে
শুধুই কাজল পরে বন্ধু—
সুরের সাধনা নিয়ে যার দিন যায়
জানি না আসন তার পাতবে কোথায়
এমনি মাধবী রাত খেয়ালে গড়া,
আকাশে হাজার তারা রঙেতে ভরা,
তার কাছে এলে—শান্ত প্রদীপ জেলে
আঁচলে আড়াল করে বন্ধু—
হা—হা—হা—হা

(২)

শিল্পী – সন্ধ্যা মুখার্জী

দরদিয়া—
যে তোমায় এতো জানায়
কেন সে জানায় না—
কাউকে মন দিয়ে
মন ফিরিয়ে নেওয়া মানায় না।
যে গোলাপ ফুটলো বুকে
খোলো তার পাপড়ি খোল,
যে দেখায় চোরা কাঁটা
বলো গো তাকে বলো—
কাঁটাতেই সাধ করে সে
কবরী কি বানায় না।
যে আমায় নকল সোনা
বলেছে যাচাই করে,
কে জানে কতটা খাদ
রয়েছে তার পাথরে—
এ চোখে রাত রয়েছে
পারতো ঘুমিয়ে পড়ো,

এখানেই আবেশ আছে
এ মায়া জড়িয়ে ধরো,
রাঙা এই গান কখনো
বেসুর কিছু আনায় না।
দরদিয়া—

(৩)

শিল্পী—মান্না দে

বিহগী উলু দিল—ধেনু দিল শঙ্খধ্বনি,
বাল্মিকী আশ্রমে সীতা হ'ল আজ
মা-জননী।
লবের জনম হ'ল তবু মানে না তো অন্তর,
মায়ের বুকে চাঁদের হাসি আঁখি ঝরে
ঝরোঝর—
এমন মাকে রাজা হয়ে সাজা দিল কেন রাম
বলিতাম জনে জনে যদি কিছু জানিতাম,
কোন দোষে বনবাসে ত্যজিলেন রঘুবর,
বিধাতা কি লিখেছো অভাগিনী
মা'র ললাটে,
জানকীর দুঃখ দেখে পাষাণেরে।
বুক ফাটে—
এ জীবনে কি পেলো সে-যে পেলো না
স্বামীর ঘর।
তিলে তিলে বাড়ে শিশু নিশিদিশি
বাড়ে ভয়,
জনম দুখিনীর যেন এইটুকু সুখ সয়—
এতটুকু কৃপা শুধু করো জগদীশ্বর।

(৪)

শিল্পী – শ্যামল মিত্র

ভুলপথে বহুদূরে এসেছি—
আমি ভুলপথে বহুদূরে এসেছি,
তবু ঘর আমি তোমাকেই ভালবেসেছি,
যত এসেছি—
রোদ মুছে ফেলে পাখা হতে ওই
যে পাখী ফেরে
তার গাওয়া গান যেন কী আশায়
আমাকে ঘেরে—
চেনা ঘাটে চোখ রেখে
তরী আমি অকুলেতে ভেসেছি।
স্বপ্নের সাধঝরা সে ছবি দেখে
আবার আমায় আমি চলেছি এঁকে,
নীল ছায়া ঝরা ফেলে আসা দিন
এখনো ডাকে
সেই ঠিকানায় চিঠি লেখে মন
আজো আমাকে
ফিরে যাবো এই আমি হারানো সে হাসি
তাই হেসেছি।

গঠন পথে

সংসার

কাহিনী • চিত্রনাট্য • পরিচালনা

সলিল সেন

নর্মদা চিত্র

প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, কলিকাতা—৪